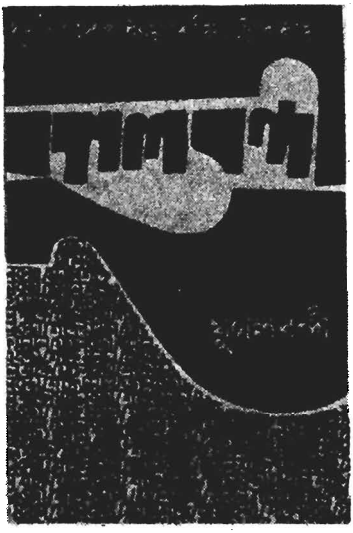

সত্যবদ্ধ অভিমান

সূচিপত্র

সত্যবদ্ধ অভিমান ২০৭, মনে মনে ২০৮, দেখা ২০৯, যে-যাই বলুক ২০৯, খণ্ডকাব্য ২১০, নিসর্গের পাশাপাশি ২১১, অন্ধকারে নদী ২১২, দুপুর থেকে রাত্রি ২১৩, অলীক বাদুড় ২১৩, দাঁড়াও ! কেন ? ২১৪, জেদী মানুষ ২১৫, গাছের নিচে ২১৬, স্রোত থেমে আছে ২১৭, ফেরা ২১৮, অভিমানিনী ২১৮, পৃথিবীর নিচু কোণে ২১৯, চে গুয়েভারার প্রতি ২২০, মাল্লা ২২২

সত্যবদ্ধ অভিমান

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি ?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু ?
তখন সে যুবতীকে খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়—
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি,
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো—
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি ?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে ভীষণ জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি
লঘু মরালীর মতো নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে....
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ
সত্যবদ্ধ অভিমান—চোখ জ্বালা করে ওঠে,
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?

মনে মনে

যে আমায় চোখ রাঙিয়ে এইমাত্র
চলে গেল গটগটিয়ে
সে আমায় দিয়ে গেল একটুকরো সুখ।
শরীরে নতুন করে রক্ত চলাচল,
টের পাই
ইন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে
মৃদু হেসে মনে মনে আমি তার নাম কেটে দিই!
সে আর কোথাও নেই
হিম অন্ধকার এক গভীর বরফ ঘরে
নির্বাসিত
আহা, সে জানে না!
সে তার জুতোর শব্দে মুগ্ধ
প্যান্টের পকেটে হাত
স্মৃতি-হারা,
বিভ্রান্ত মানুষ।
দাবা খেলুড়ের মতো আমি তাকে
এক ঘর থেকে তুলে
অন্য ঘরে বসিয়ে চুপ করে
চেয়ে থাকি
উপভোগ করি তার ছটফটানি
জালের ফুটোর মধ্যে নাক দিয়ে
যেমন বিষণ্ণ থাকে জেব্রা
শুকনো নদীর পাশে যেরকম দুঃখী ঘাটোয়াল—
আমার হঠাৎ মায়া হয়
আমি তার রমণীকে
নরম সান্ত্বনা বাক্য বলি,
দু'হাত ছড়িয়ে ফের
তছনছ করে দিই খেলা!

দেখা

—ভালো আছো ?
—দেখো মেঘ, বৃষ্টি আসবে !
—ভালো আছো ?
—দেখো ঈশান কোণের কালো, শুনতে পাচ্ছো
ঝড় ?
—ভালো আছো ?
—এই মাত্র চমকে উঠলো ধপধপে বিদ্যুৎ।
—ভালো আছো ?
—তুমি প্রকৃতিকে দেখো
—তুমি প্রকৃতি আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছো
—আমি তো অণুর অণু, সামান্যের চেয়েও
সামান্য
—তুমি জ্বালাও অগ্নি, তোলো ঝড়, রক্তে এত
উন্মাদনা
—দেখো সত্যিকার বৃষ্টি, দেখো সত্যিকার ঝড়
—তোমাকে দেখাই আজও শেষ হয়নি,
তুমি ভালো আছো ?

যে-যাই বলুক

যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে
সন্ধেবেলায় নীলচে আলোয় পথ ঘুরে যায় মোমিনপুরে
আমি তখন কোন্ প্রবাসে, বেঁচে থাকার থেকেও দূরে
ঘুরে মরবো ! নরম হাত
ঠোঁট ছোঁবে না, চোখ ছোঁবে না ?
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

মধ্য নিশীথ আমায় ডেকে দেখিয়েছিল হাস্নুহেনা
সকালবেলার রোদে আমার
শিশুকালের স্নেহ মমতা
হাওয়ায় ওড়ে। শূন্য বনে
বলেছিলাম গোপন কথা
কেউ শোনেনি, তবু আমার স্বপ্ন ঘোরে আলোকে মেঘে
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

কে জ্বালে আগুন, কে ছুটে যায় ক্রুদ্ধ বেগে !
কে রসাতল জাগাতে চায়,
কার নিশ্বাস ছুরি ঝলসায় ?
তুমিও ভালোবেসেছিলে না ? তবুও কেন মরণ খেলায়
এত আনন্দ ! সত্যি বলো তো, এখানে আর বাঁচতে চাও না ?
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

খণ্ডকাব্য

—কে যায় ?
—এই মাত্র চলে গেল বিহ্বল রজনী
—অদূরে কিসের শব্দ ?
—রৌদ্র থেকে ফিরে আসে ছায়া
—জলস্রোত ফিরে গেছে যেখানে যাবার
কথা ছিল ?
—চাঁদ ভুলে গেছে তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ ?
—আমি এক মরালীকে চুম্বন করেছি
—কেউ কি এসেছে ঋণ শোধ নিতে ?
—একজন, যে তোমার জন্য কেঁদেছিল
যে তোমার বাহুতে রেখেছে
অনুতপ্ত মুখ

—কে যায় ?
—এই মাত্র ঘুরে গেল হাওয়া
—অদূরে কিসের শব্দ ?
—একটি ফুলের ঝরে যাওয়া
একটি নতুন ফুল ফুটে ওঠা
—চাঁদ কি এসেছে ফিরে
বিস্মৃতির পরপার থেকে ?
—জলস্রোত নিয়ে গেল তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ ?
—তীরবিদ্ধ মরালীর গাঢ় রক্ত
—কেউ কি হয়েছে ঋণ মুক্ত ?
—তুমি তো জন্মান্ধ নও, মূক ও বধির নও
—ভালোবাসা অসহিষ্ণু, বারবার ফিরে ফিরে আসি
অতৃপ্তির পাত্র হাতে
তোমার চোখের কাছে, নীরা !

নিসর্গের পাশাপাশি

সিংহাসন থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসে
ছারপোকা
লেলিহান আগুন প্রদক্ষিণ করে সে
রক্ত সমুদ্রের সামনে
বিষণ্ণভাবে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ
হালকা হাওয়ার মতন মৃত্যুকে অনুভব
করার আমেজে চোখ বুজে আসে ।
তখন বারুদ রঙের মেঘের আড়ালে ডুকে গেছে সূর্য
একটা কাক লুঠেরার মতন তীব্র চোখে
চতুর্দিক দেখে নিয়ে উড়ে যায়
সেই সূর্যের দিকে

পৌঁছাবার আগেই অন্ধকার, নেমে আসে
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়
নারীর অহমিকার ওপর আস্তে আস্তে কুয়াশা জমে
কুয়াশার মধ্যে নিঃশব্দে খেলা করে যৌবন।

অন্ধকারে নদী

নদী, তুমি অন্ধকার। এ যে রাত্রি
এ যে স্রোত বিপুল বহতা
তরঙ্গের চকিত ঝাপট, ঘূর্ণি, মাংসল স্বাস্থ্যের মতো জল
সেই রাত্রিকায় নদী—
শীত, ঘন কৃষ্ণপক্ষ ; বাঁ হাত চেনে না ডান হাত
চোখ চেয়ে আছে, তবুও দেখে না
এত অন্ধকার যেন বাতাস চেনে না জল,
ভ্রমর হারায় ফুল,
মানুষ তো পথ হারাবেই,
শুধু শব্দ, স্রোত—
শব্দ থেকে নদীর নিশানা—আজও মনে পড়ে
সেই ছেলেবেলা
গভীরে নিশীথে নদী দেখা—
দেখা নয়, অমন আঁধারে কিছু দেখা হয়নি,
নদীর অস্তিত্ব
গ্রহণ করেছি বুকে—র‍্যাপারে শরীর ঢাকা পৌষের হাওয়ায়
বাঁধের ওপরে একা দাঁড়িয়েছিলাম।
মনে পড়ে সেই নদী।
নদী, তুমি এখনও তেমনি আছো
দুর্দান্ত, সরব ?
বালকের বাল্যকাল রহস্যে ভরাও
তুমি খেলাচ্ছলে প্রাণ হন্তারক
আর কোনো শীত মধ্যযামে, র‍্যাপার জড়িয়ে
আমি নদী দেখতে যাবো ?

দুপুর থেকে রাত্রি

তিনজন তেজী ছেলে দুপুরে ছুটছিল সাইকেলে
বুক খোলা শার্ট, তারা রোদ্দুরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই
শ্লথ মানুষের ভিড় বেনোজল হয়ে ঘিরে আসে
যে-যার পথের থেকে খুঁটে নেয় কাচ ও পালক
নারী হয় ক্বচিৎ রমণী, ধুলোভরা হাওয়া ঘুরে যায়
আমিও প্রস্থান করি অন্তিম পর্বের দিকে
বাসের পা-দানি থেকে শুরু করি
কনুইয়ের ব্যবহার।

দিনের নিয়মমতো দিন শেষ হয়
বাড়ির নিয়মমতো দরজা খোলে, দরজা বন্ধ,
ফের দরজা খোলা
রাত্রে কিছু খুনসুটি সেরে আমি বারান্দায়
সিগারেট ধরিয়ে কেশে কেশে
আচমকা টের পাই—অন্ধকার উদ্ভাসিত করে আছে
এক দৃশ্য
তিনজন তেজী ছেলে ছুটে যাচ্ছে দুরন্ত সাইকেলে
হু-হু বাতাসের মধ্যে তারা নেয় শস্য ঘ্রাণ
সীমাহীনতার মধ্যে ওরা চৈতন্যের তিন পাশা
এই মাত্র দান পড়লো
আমার সামনে এসে হেসে উঠলো
দুনিয়া-কাঁপানো তীব্র হাসি।

অলীক বাদুড়

অলীক বাদুড়, তুই
কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?
গাছের শিখরে ছিল
হিরণ্য চাঁদের ম্লান বৃষ্টি ভেজা মুখ

বাতাস দিয়েছে সুখ
হেমন্ত-কাতর পল্লীটিকে
সদ্য ঘুম ভেঙে আমি
ভোগ করি দুর্নিবার স্মৃতির কুহেলি—
অলীক বাদুড়, তুই
কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?

কে যেন বিশ্বাস ভেঙে
দিয়েছে দুঃখের হিম ছায়া
কে যেন কঠিন চোখে
রাজপথে জন্মান্ধকে মেরেছে চাবুক
কে যেন অস্থির নোখে
ছিঁড়েছিল বালিকার বুক
এই সব গ্লানি-স্মৃতি
যে মুহূর্তে আমি ছিঁড়ে ফেলি
অলীক বাদুড়, তুই
কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?

দাঁড়াও ! কেন ?

অন্ধকারে কে ডেকে উঠলো, দাঁড়াও !
অন্ধকার নদীর পাশে তখন নদীর মতন অন্ধকার প্রান্তর—
প্রান্তরে আমি একা, কে ডেকে উঠলো, দাঁড়াও !
বৃক্ষ নেই, হাওয়া নেই, তবু সেই অলৌকিক স্বর শিহরন তোলে
আমি শরীরবাদী বলে ভর্ৎসনা পেয়েছি, আমি অশরীরীকে
ভয় করি না, তবু সেই নদীর মতন অন্ধকার প্রান্তরে
আমি চিৎকার করে উঠি :
না,
আমার দীর্ঘস্বর দাবি করে, কেন ? কেন অন্ধকার ? কেন দাঁড়াও ?

আমি সেই সর্বাঙ্গীণ ছায়াময় ব্যক্তিগত ছায়াহীন বর্তমানে দাঁড়িয়ে
উন্মুক্ত দু'বাহু তুলে শেষবার মাটিতে আছড়ে পড়ি
আমি অশরীরীকে ভয় পাই না, কিন্তু আমার অভিমান নেই ?
না, কেন ? কেন অন্ধকার ? কেন দাঁড়াও ? আমার অভিমান
হয় না ?
সাদা বাড়ি, দূরের চিল, ট্রামলাইনের রোদ
তোমরা একদিন আমাকে 'বিদায়' বলেছিলে, মনে নেই ?

জেদী মানুষ

ডান হাতখানি বাড়িয়ে দাও তো দেখি
ছুঁয়ে দেখি কোনো ম্যাজিক রয়েছে কিনা
কী করে এমন মায়াপাশ তুলে আনো
হৃদয় পৃথিবী করতলে আমলকী ?

আঙুলে তোমার মৃদু রক্তিম আভা
বাহুর ডৌলে চম্পক অনুভব
ধুলো মলিনতা তোমাকে ছোঁয় না কেন ?
খুলে ফেলে দাও হীরক অঙ্গুরীয় ?

ওষ্ঠ-অধরে ক্ষীণ চাঁদ ওই হাসি
দেখে এমনকি দেবতারা লোভী হয়
দ্রুত নিশ্বাসে বুক দুটি ওঠে নামে
অন্যবুকের ভেতরে জাগায় ঝড় ।

দাঁড়াও আমার চোখের সামনে এসে
আকাশ, পাতাল, সমকাল ঢেকে দাও
কোমরের খাঁজে, উরুর রেখায় জ্বালো
চির বসন্ত, ঘুম ভাঙা উৎসব ।

এ অবধি লিখে কবি নিজে হাসলেন
প্রাচীন ধাঁচের কবিতার ছেলেখেলা—
তবু তাঁর জেদ অগ্নি রক্তপাতে
ভালোবাসাবাসি হৃদয়ে জাগিয়ে রাখা।

গাছের নিচে

যখন বৃষ্টি পড়ে তখন গাছের নিচে দাঁড়াই একলা
দূরে মাঠের ওপারে মাঠ শূন্য ঝাপসা
বৃষ্টি থেকে বৃষ্টি আসে, ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর বৃষ্টি
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার নিঃস্বতা কি বিষম নিঃস্ব।

জানি আমার প্রান্তরের বৃষ্টিময় অতি চেতনা
এপাশ থেকে ঝাপটা এলে ওপাশে যাই,
কেন্দ্রবিন্দু স্থির থাকে না
জানি আমার নিরাশ্রয় ললাট লিপি, জানি আমার
বৃষ্টি-ভেজা রাতের দুঃখ,
বৃক্ষ তার প্রতিরোধের প্রতীক্ষায় এখন চুপ।

এবার তার শাখা প্রশাখায়, পাতার ফাঁকে প্রতি আঙুলে
খেলবে বৃষ্টিপাতের খেলা,
কেন্দ্রবিন্দু কেড়ে নিয়ে আমায় পুতুল-নাচ নাচাবে
অতি যত্নে লুকিয়ে রাখা রুমাল থেকেও ঘুচিয়ে দেবে
হৃদয় গন্ধ—
জানি আমার নিরাশ্রয় ললাট লিপি
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার নিঃস্বতা কি বিষম নিঃস্ব।

প্রথম থেকেই উচিত ছিল আমার সব বৃক্ষ ছেড়ে
মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা!

স্রোত থেমে আছে

এই সূর্যাস্তের মতো স্মৃতির বিকাশ ছিল,
স্রোত থেমে আছে
ওষ্ঠে লাগে তিক্ত স্বাদ, সর্বক্ষণ ললাটে সোপান
হাত দিয়ে স্পর্শ করি—এই সূর্যাস্তের মতো স্মৃতির বিকাশ
ছিল, স্রোত থেমে আছে।
তাকাই দূরের দিকে—
রেনট্রি গাছের ছায়া যেন অবিরল
পূর্বপুরুষের দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ছায়াতেই ফিরে আসে
দূরের ভিড়ের দিকে মুহুর্মুহু পলক বদলায়।

চার্চের বিশাল ঘণ্টা বেজে উঠলো কয়েকবার। ঠিক ক'বার ? যেন
দূরের বাদামি মেঘ তাই শুনে ত্রস্তে চলে গেল
গড়ের পশ্চিম পারে ডিউটি-ত্বরায়।
যাক্!
স্টিমার উড়িয়ে দেয় উদাসী আওয়াজ—লাল-হলুদের এই সমারোহ
বাতাসে ছড়িয়ে রাখে মায়া, এই সূর্যাস্তের মতো
স্মৃতির বিকাশ ছিল, স্রোত থেমে আছে।

কখনো মেঘের কায়া ভ্রান্তি আনে, মনে হয় ময়দান দক্ষিণে
বেহালার দিকে এক পর্বত জেগেছে
ঐ সে দেখায় তার কপাট বক্ষের গাঢ় শোভা
স্মৃতি এরকম নয়—এ তো যেন অন্ধ ভিখারীর দিকে
পয়সা ছোঁড়ে উদ্ধত নাগর
রক্তের ফসল আজ স্মৃতি নয় মোহ—
স্রোত থেমে আছে।

ফেরা

এমন ভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি
ভিড়ের মধ্যে ভিখারী হয়ে মিশে যাওয়া ?
এমন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্ত্যে
মানুষ সেজে একজীবন মানুষ নামে বেঁচে থাকা ?
সমুদ্রেরও হৃদয় আছে, এই জেনে কি নারীর কাছে
অতলে ডুবে খুঁজতে খুঁজতে টনটনায় চক্ষু স্নায়ু !
কপালে দুই ভুরুর সন্ধি, তার ভিতরে ইচ্ছা-বন্দী
আমার আয়ু, আমার ফুল-ছেঁড়ার নেশা,
নদীর জল পাহাড়ে যায়, তুষার-চূড়া আকাশে মেশা
আমার খুব ইচ্ছে হয় ভালোবাসার মুঠোয় ফেরা ।

অভিমানিনী

ছিল নিঝুম পুষ্করিণী
জলে নামলো কে ?
এলো যে আজ অভিমানিনী ওলো জোকার দে !
বুক জলে যায় আড়পানে চায়—
যা না ঠাকুরঝি
অভিমানিনী একা নাইবে দেখবে শুধু সুয্যি ।
চাঁপার বন্ন ঠোঁট দু'খানি
ভোমরাপানা অক্ষি
অভিমানিনী ঘাটে রইলে দেখবে না কাকপক্ষী
পুটুস করে সুয্যিও যে
মুখ লুকিয়ে সাদা—
চোখের মাথা খেয়ে রইলো মৌরলা আর চাঁদা ।

পৃথিবীর নিচু কোণে

পৃথিবীর নিচু কোণে, এই কলকাতার খুব অন্ধকার প্রান্তে
এক প্রাচীন গুহায়
শুয়ে আছি—
দিন ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হয়।
রক্ত বিকেল উড়ে যায় স্ট্রাটোস্ফিয়ারের খুব কাছাকাছি স্বর্গে
শিশুর ওষ্ঠের মতো তরল অরুণ শুধু
চুঁইয়ে পড়ে
গীর্জার ঘড়িতে
দমকল ছুটে গেলে আরতির ঘণ্টা বলে ভ্রম হয় না
অরণ্যের শুক্লপক্ষ নগরের পূর্বজন্ম স্মৃতি হয়ে ভাসে।
বাঁ হাতে বিষম ব্যথা, চোখে লাল ছিট
আমি
আহত বিমর্ষ গুহাবাসী
নারীর ঈর্ষার মতো ধারালো পাথরে ঠেস
দিয়ে রাখা
ইহকালময়
দুই অবসন্ন কাঁধ
রক্ত গন্ধ, উপচ্ছায়াময় রক্ত গন্ধ, যৌবনের হরিৎ বিষাদ।
পশমের মতো কালচে-নীল রোঁয়া
তরাই ভাল্লুক তার দুই থাবা তুলে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে—
ঝলসে ওঠে মার্বেলের মতো দাঁত
চাপা গর্জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী জেদ—
রাগ নয়, আমার বিষম অভিমান হয়—
নিরস্ত্র অশক্ত আমি,
এই কি দ্বন্দ্বের যোগ্য কাল ?
গুহা ছাড়বো না, আমি যুদ্ধ করবো না, আমি
তীব্র ধিক্কারের চোখে
ভাল্লুকের দিকে চেয়ে থাকি—
কাপুরুষ !

পাঁশুটে হাওয়ার মধ্যে রক্তগন্ধ,
উপচ্ছায়াময় রক্তগন্ধ, যেন
বজ্রকীট ভেদ করে ছদ্মবেশী উরু।
ম্লান চৈত্রসন্ধ্যা থেকে ভেসে ওঠে ভ্রষ্টা রমণীর
গুপ্ত হাহাকার
টালিগঞ্জ থেকে দূর বেলগাছিয়াময় এক অরণ্যের
পূর্বজন্মস্মৃতি
হরিৎবর্ণের মধ্যে ছোপছোপ ধূসরতা দেখে হিম হয়।

চে গুয়েভারার প্রতি

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়
আমার ঠোঁট শুকনো হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা ফাঁকা
আত্মায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতনের শব্দ
শৈশব থেকে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
বোলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যান্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর
তোমার খোলা বুকের মধ্যখান দিয়ে
নেমে গেছে
শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দুটি চেয়ে আছে
সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!

শৈশব থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ দৃষ্টিপাত—
আমারও কথা ছিল হাতিয়ার নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার
আমারও কথা ছিল জঙ্গলের কাদায় পাথরের গুহায়
লুকিয়ে থেকে

সংগ্রামের চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার
আমারও কথা ছিল রাইফেলের কুঁদো বুকে চেয়ে প্রবল হুঙ্কারে
ছুটে যাওয়ার
আমারও কথা ছিল ছিন্নভিন্ন লাশ ও গরম রক্তের ফোয়ারার মধ্যে
বিজয়-সঙ্গীত শোনাবার—
কিন্তু আমার অনবরত দেরি হয়ে যাচ্ছে !

এতকাল আমি একা, আমি অপমান সয়ে মুখ নিচু করেছি
কিন্তু আমি হেরে যাইনি, আমি মেনে নিইনি
আমি ট্রেনের জানলার পাশে, নদীর নির্জন রাস্তায়, ফাঁকা
মাঠের আলপথে, শ্মশানতলায়
আকাশের কাছে, বৃষ্টির কাছে, বৃক্ষের কাছে, হঠাৎ-ওঠা
ঘূর্ণি ধুলোর ঝড়ের কাছে
আমার শপথ শুনিয়েছি, আমি প্রস্তুত হচ্ছি, আমি
সব কিছুর নিজস্ব প্রতিশোধ নেবো
আমি আবার ফিরে আসবো
আমার হাতিয়ারহীন হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে, শক্ত হয়েছে চোয়াল,
মনে মনে বারবার বলেছি, ফিরে আসবো !
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি, আমার অনবরত
দেরি হয়ে যাচ্ছে
আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে আধো-আলো ছায়ার দিকে রয়ে গেছি,
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয় !

মাল্লা

নৌকায় মাঝি চারজনা, হাল দাঁড় মোটে তিনখানি
ছয় চোখ করে জল ঘোলা, দুই চোখ মুদে রয় ধ্যানী।
সাদা পাল চায় পশ্চিমে যায় নায়ের গলুই দক্ষিণে
একজনা হাসে তিনজনা ভাবে, বায়ু চলে যায় পথ চিনে।

বিজ্‌লি হানলো আকাশ দু'খান জল উঠে পড়ে গম্বুজে
কবি কয়, ওরে মূর্খ মাল্লা, ঘুমায়ে পড়গা চোখ বুঁজে।